উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৬ পৌষ ১৪২৫ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 11 January 2019 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in

ফের অপসারিত অলোক ভার্মা

▸▸ তেরোর পাতায়

পাত্র-পাত্রীর অভিভাবকদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ করিয়ে দেয়
বিশ্বের বৃহত্তম সর্বাধিক সফল বিবাহ প্রতিষ্ঠান
তথ্যকেন্দ্র
১০ গভর্নমেন্ট প্লেস ইস্ট, কলকাতা ৭০০০৬৯
রাজ ভবনের সামনে, ফোন- ০৩৩ ২২৪৮৪৪৬৭
E-mail : tathyakendra@hotmail.com

রায় ও মার্টিন®
Class 5 to 10
সহায়িকা
উলটে দেখুন, তফাতটা চোখে পড়বে

নিখিলকে বদলি করল রাজ্য

আইনি পদক্ষেপে আদালতের অনুমতি

ফালাকাটা থানার আইসি-র পদ থেকে সৌম্যজিৎ রায়কে বদলি করার প্রতিবাদে বিক্ষোভ। ছবি ঃ সুকমল ঘোষ

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১০ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ারের বিদায়ি জেলাশাসক নিখিল নির্মলের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে পুলিশকে অনুমতি দিল আদালত। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় (এসিজেএম-২) আদালতের বিচারক পূর্বা কুণ্ডু এই নির্দেশ দেন। অপরদিকে, এদিনই আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের পদ থেকে নিখিল নির্মলকে সরিয়ে দিল রাজ্য সরকার। রাজ্যের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পি কে মিশ্র এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসক নিখিল নির্মলকে ওয়েস্টবেঙ্গল ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট কোঅপারেটিভ কর্পোরেশন লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে বদলি করা হয়েছে। আরেকটি বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানিয়েছেন, আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের দায়িত্ব নিচ্ছেন রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ দপ্তরের অতিরিক্ত সচিব শুভাঞ্জন দাস।

একদিকে আদালতের নির্দেশ এবং তার পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিজ্ঞপ্তির জেরে শোরগোল পড়ে যায় জেলার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। আলিপুরদুয়ার আদালতের প্রবীণ আইনজীবী তুষার চক্রবর্তী বলেন, 'জেলাশাসকের বিরুদ্ধে যে ধারায় মামলা করা হয়েছে তা জামিনযোগ্য। এই ক্ষেত্রে আদালতের অনুমতি নিয়েই পুলিশকে আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। সিআরপিসি-র ১৫৫(২) ধারায় ফৌজদারি কার্যবিধির জন্য পুলিশ আলিপুরদুয়ারের অতিরিক্ত মুখ্য বিচারবিভাগীয় আদালতে অনুমতি চেয়েছিল। সেই অনুমতি পাওয়ার পর পুলিশ আদালতের কাছে প্রসিকিউশন অফ অফেন্স জমা দেবে। আদালত সেই অনুযায়ী অভিযুক্তের কাছে আদালতে হাজির হওয়ার সমন পাঠাবে। তারপর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হবে।'

ফালাকাটা থানায় ঢুকে এক যুবককে জেলাশাসক নিখিল নির্মল এবং তাঁর স্ত্রী নন্দিনী কৃষ্ণন মারধর করার ঘটনায় অনেকেই অবশ্য ভেবেছিলেন, প্রাথমিকভাবে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে অভিযুক্ত জেলাশাসককে কম্পালসারি ওয়েটিং-এ পাঠানো হবে। প্রশাসনের একটি সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, জেলাশাসককে বদলি করার ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের কাছে অনুমতি চেয়েছিল রাজ্য সরকার। এদিন সেই অনুমতি এসে যাওয়ার পরই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার বিনোদের ফালাকাটার হরিনাথপুরের বাড়িতে যান আলিপুরদুয়ার মানবাধিকার সংগঠন মানবিক মুখ এবং এপিডিআর-এর প্রতিনিধিরা। এদিন দুপুরে মানবিক মুখের সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস এবং এপিডিআর-এর আলিপুরদুয়ার শাখার সম্পাদক সুমন গোস্বামী সহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধিদল ওই বাড়িতে গিয়ে বিনোদ ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে বিস্তারিত কথা বলেন। তাঁরা বিনোদ ও তাঁর পরিবারকে সব রকম আইনি সহায়তার আশ্বাস দেন। বিনোদের বাবা রাজমোহন সরকার ফালাকাটা থানায় জেলাশাসক ও তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে একটি এফআইআর দায়ের করেছেন। তাঁর ভিত্তিতে পুলিশের যেসব ধারায় মামলা করা উচিত ছিল তা করা হয়নি বলে এপিডিআর-এর তরফে তাঁদের জানানো হয়। এপিডিআর-এর পক্ষে সুমনবাবু বলেন, 'ধারাগুলি জামিনযোগ্য। যাতে পুলিশ সঠিক ধারা প্রয়োগ করে সে ব্যাপারে প্রথমে জেলার পুলিশ সুপার ও প্রয়োজনে ওই পরিবারকে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।'

গত ৮ জানুয়ারি জেলাশাসকের স্ত্রী নন্দিনী কৃষ্ণনের অভিযোগের ভিত্তিতে বিনোদের বিরুদ্ধে ৩৪১/৩৫৪ এ/৩২৩/৫০৯ ধারায় একটি মামলা করেছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। সে ব্যাপারে বিনোদকে আইনি সহায়তার জন্য ইতিমধ্যেই বিশিষ্ট আইনজীবী তথা সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের সঙ্গেও কথা হয়েছে। আশ্বাস ও ভরসা পেয়ে বিনোদ ও তাঁর বাবা রাজমোহন সরকার এবং পরিবারের সকলেই জানান, তাঁরা এই লড়াই চালিয়ে যাবেন। সুবিচার পেতে যতদূর যেতে হয় তাঁরা যাবেন।

স্বামী-স্ত্রীকে প্রশ্রয়

রহিত বসু

১০ জানুয়ারি ঃ রেলের সিদ্ধান্তের কথা তো এতদিনে নিশ্চয়ই জেনে গিয়েছেন। এখন থেকে ট্রেন ছাড়ার ২০ মিনিট আগে যাত্রীদের স্টেশনে পৌঁছোতে হবে। একবার ভেবে দেখুন, এখন যদি দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে-র শুটিং করতে হত তাহলে প্রোডিউসারের কী দশা হত। শাহরুখের বাড়ানো হাত ধরতে চলন্ত ট্রেনের পাশে কাজলের দৌড়োনোর সেই আইকনিক দৃশ্য শুট করা কোনোমতেই সম্ভব হত না।

গত এক সপ্তাহে এমন অনেক চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। অনেকে বলছেন, অরুণ জেটলি এত জোরালোভাবে নোটবন্দির পক্ষে সওয়াল করছেন, যা দেখে মনে হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী ওই সিদ্ধান্ত না নিলে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ত।

যেমন আলিপুরদুয়ারের জেলাশাসকের পদ থেকে নিখিল নির্মলকে সরিয়ে দেওয়ার পর শাসকদলের কিছু নেতা এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু লোক এমন হাবভাব করছেন যা দেখে মনে হচ্ছে, এই এক সিদ্ধান্তেই যেন রাজ্যের উন্নয়নের গতি স্তব্ধ হয়ে যাবে। গরিব মানুষ আরও গরিব হবেন, বেকারের সংখ্যা আরও বাড়বে, চা বাগানে দারিদ্র্যের অন্ধকার গভীরতর হবে এবং নিখিল নির্মলের অনুপস্থিতিতে আলিপুরদুয়ারের মানুষ যেন পিছনের দিকে এগিয়ে যাবেন। অতএব যে নিখিল নির্মল তাঁর স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ফালাকাটা থানায় ঢুকে বুক চিতিয়ে এক যুবককে মারধর করেছেন, মেরে ফেলার হুমকি দিয়েছেন, তাঁর সম্মানে আমাদের দু'হাত তুলে নাচতে হবে। শুনলাম যে আইসি নিখিলকে অবাধে এমন কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন, তাঁর বদলির সিদ্ধান্তের কথা জেনে কিছু লোক বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। ডুয়ার্সকন্যায় অপসারিত জেলাশাসকের পক্ষে বিক্ষোভের আয়োজন হচ্ছে। অর্থাৎ আমাদের জীবনে নাটকের আর শেষ নেই। আমি ভাবছি, যে বীরপুরুষ স্ত্রীর অনুপ্রেরণায় থানার নিরাপদ ঘেরাটোপে নিরস্ত্র যুবকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েন তাঁকে কেন খবর চাপার জন্য বিভিন্ন লোককে ফোন করে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করতে হয়?

নিখিল নির্মল যে প্রকৃতই প্রভাবশালী এতদিনে তা বুঝতে কারও আর বাকি নেই। আলিপুরদুয়ারের সব থেকে প্রভাবশালী নেতা তাঁর শাস্তি চান, তা সত্ত্বেও নিখিল নির্মল এখনও জেলের বাইরে। তাঁর স্ত্রীও জেলের বাইরে। তাহলে কী বার্তা গেল সাধারণ মানুষের কাছে? অনেকরকম বার্তা। যেমন, জেলাশাসকের স্ত্রীও জেলাশাসকের মতোই ক্ষমতাশালী। জেলাশাসক যদি থানায় ঢুকে লাঠি দিয়ে কাউকে পিটতে পারেন, তাহলে তাঁর স্ত্রীও সেই একই কাজ করার অধিকার পান। এবং তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরাও আইসি-র প্রশ্রয়ে থানায় ঢুকে সার্কাস দেখার মতো করে জেলাশাসকের পরিবারের নাটক দেখার অনুমতি পান।

আমি শুধু বলব, আপনি একবার নিখিল নির্মলের জায়গায় নিজেকে বসিয়ে দেখুন। ধরা যাক, বিনোদকুমার সরকার আপনার পরিবারের কোনো মহিলাকে অসম্মান করেছেন, এবং এমন অসম্মান করেছেন যাতে তাঁর কড়া শাস্তি প্রাপ্য। আপনি কি ফালাকাটা থানার আইসি-র অনুপ্রেরণায় থানায় ঢুকে বিনোদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতেন? পুলিশ আপনাকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে থানায় ঢোকার অনুমতি দিত? পুলিশ আপনাকে বলত, আইন গোল্লায় যাক, আপনার প্রাণে যা চায় তাই করুন? ফালাকাটা থানার অন্দরমহল আপনার এবং আপনার স্ত্রীর অবাধ বিচরণভূমি হয়ে উঠতে পারত?

না, এরকম হয় না। দেশ এরকমভাবে চলে না, গণতন্ত্র এমন নাটক অনুমোদন করে না। এখানে অপরাধীকে চিহ্নিত করা, তাঁর বিচার করা এবং তাঁকে শাস্তি দেওয়ার নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। সে তুমি জেলাশাসক হও আর যেই হও, অথবা যতই নেতাদের ঘনিষ্ঠ হও না কেন। স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা, আনুগত্য অথবা তাঁর সম্মান রক্ষা- সব কিছু আইনের ঘেরাটোপে থেকেই করতে হবে। তুমি জেলাশাসক বলে সংবিধান তোমার জন্য আলাদা কোনো সুবিধা দেয়নি। রাজ্য সরকারও এমন কথা মনে রাখলে আইনের শাসন সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে ইতিবাচক বার্তা যেতে পারে। মানুষ তাহলে বিশ্বাস করতে পারেন, যে অপরাধ করে অন্য আর পাঁচজনকে গ্রেফতার হতে হয়, সেই একই অপরাধ করে একই শাস্তি জেলাশাসক ও তাঁর স্ত্রীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এখনও পর্যন্ত মানুষের কাছে তেমন বার্তা যায়নি।

আজ রাতে বুকে ব্যথা?
চিন্তা নেই... গভীর রাতেও স্পেশালিস্ট ডাক্তার
হার্টের চিকিৎসায় ভরসা থাকুক ডিসানে
DESUN HOSPITAL SILIGURI
24hrs EMERGENCY 90516 40000
শিলিগুড়িতে ঃ মেডিকেল কলেজের পাশে

হাসপাতালের প্রাচীর ভেঙে বাড়ি করছেন প্রধান

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ বাড়ি তৈরির কাজে সমস্যা হওয়ায় খোদ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের বিরুদ্ধে হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীর ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে রাজনৈতিক দলগুলি মুখর হয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অরুণ ঘোষ অবশ্য অভিযোগ মানতে চাননি। নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে কোনো অনৈতিক কাজ করা হয়নি বলে জানিয়ে তাঁর দাবি, স্থানীয় পঞ্চায়েতের পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও জেলাশাসকের অনুমতি নিয়েই বাড়িটি তৈরি করা হচ্ছে। এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে নকশালবাড়ির বিএমওএইচ কুন্তল ঘোষ বলেন, 'ভাঙার পর প্রাচীরটি ফের তৈরির প্রতিশ্রুতি দেওয়াতেই একাজে অনুমতি দেওয়া হয়েছে।' কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে যেখানে কোনো প্রতিষ্ঠানে সীমানাপ্রাচীর দেওয়া হয়ে থাকে সেখানে যত সামান্য অংশই হোক, ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কখনও তা ভাঙা যেতে পারে কি? এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রলয় আচার্যের বক্তব্য, 'বাড়ি তৈরির কাজে প্রয়োজনে হাসপাতালের প্রাচীর কোনো মতেই ভাঙা যায় না। এমনটি হয়ে থাকলে রীতিমতো বেআইনি কাজ হয়েছে। নকশালবাড়ির ঘটনাটি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' জেলাশাসক জয়শী দাশগুপ্ত বলেন, 'বাড়ি তৈরির জন্য হাসপাতালের সীমানাপ্রাচীর ভাঙতে আমি কাউকে কোনো অনুমতিই দিইনি। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল চত্বরের সামনের দিকেই যেখানে চিকিৎসকদের আবাসন রয়েছে সেখানে সীমানাপ্রাচীরের একটি অংশ ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান বাড়ি তৈরি করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে থাকা বাড়িটির দোতলার ছাদ ইতিমধ্যেই ঢালাই করা হয়ে গিয়েছে। যেখানে বাড়িটি তৈরি করা হচ্ছে সেখানে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় নির্মাণ সামগ্রীবহনকারী গাড়িগুলির সরাসরি যাওয়ার উপায় নেই। তাই গাড়িগুলি হাসপাতাল চত্বরে ঢুকে প্রাচীরের ভাঙা অংশটির সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। সেখানে যাওয়ার পর গাড়িগুলি থেকে নির্মাণসামগ্রী বের করে বাড়ির ভিতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এভাবে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে নির্মাণ সামগ্রীবহনকারী গাড়িকে হাসপাতাল চত্বরে ঢোকানো যায় কিনা সেই প্রশ্নও জোরালো হয়েছে।

এরপর এগারোর পাতায়

মিছিলে যাওয়ার জন্য জবরদস্তি পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ি, ১০ জানুয়ারি ঃ ব্রিগেডের সভার সমর্থনে শিলিগুড়িতে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)-এর মিছিলে জোর করে পড়ুয়াদের নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠল। কোথাও গেট আটকে, আবার কোথাও বাথরুম থেকে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হল তাঁদের। গেট বন্ধ করে ছাত্রছাত্রীদের আটকানোর সময় ছবি তুললে সংবাদমাধ্যমকে উদ্দেশ্য করে টিএমসিপি নেতারা গালাগালি করেছেন বলে অভিযোগও উঠেছে এদিন। যদিও গোটা ঘটনা অস্বীকার করেছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য নেতৃত্ব। রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলেন, 'ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের মিছিলে এসেছে। কাউকে জোর করা হয়নি।' অন্যদিকে, টেনেহিঁচড়ে ছাত্রীদের মিছিলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ তুলে শিলিগুড়ি মহিলা কলেজের টিচার-ইন-চার্জকে একটি স্মারকলিপি দিয়েছে মহিলা কলেজের এসএফআই ইউনিট।

ব্রিগেডের সভার সমর্থনে বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে মিছিল করে টিএমসিপি। সেইমতো গত দু'দিন ধরেই জেলা টিএমসিপিতে তোড়জোড় শুরু হয়। বিভিন্ন কলেজের টিএমসিপি ইউনিটকে ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মিছিলে যোগ দিতে বলা হয়। শিলিগুড়ি কলেজ থেকে মিছিল শুরু হওয়ার কথা ছিল। এদিন শিলিগুড়ি কলেজে টিচার্স কাউন্সিলের নির্বাচন থাকায় বেলা বারোটার পর ক্লাস সাসপেন্ড হয়ে যায়। বাড়ি ফিরে যেতে থাকেন ছাত্রছাত্রীরা। ওই সময়ই গেট আটকে দেওয়া হয়। ছাত্রছাত্রীরা আবেদন করলেও তাঁদের বলা হয় মিছিলের পর গেট খোলা হবে। কিন্তু সংবাদমাধ্যমকে দেখেই প্রথমে গেট খুলে দেওয়া হয়। ওই সময় গেটের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলেজের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র, টিএমসিপি কর্মী তথা ক্লাস রিপ্রেজেন্টেটিভ (সিআর) নীতেশ পাঠক। তিনি গেট আটকে দেন। সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের দেখে তাঁদের গালাগালি করেন। ওই সময় তিনি কলেজের ইউনিফর্মেও ছিলেন না। কে তাঁকে গেট বন্ধ রাখার দায়িত্ব দিল প্রশ্ন করাতে বলেন, বহিরাগতরা যাতে না ঢুকে যায় সেটা দেখছি।

এরপর এগারোর পাতায়

দেশনায়কের পথে

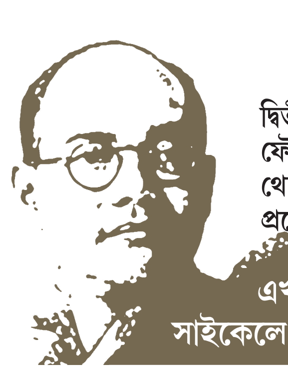

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবিস্মরণীয় পটভূমিকায় নেতাজি তাঁর আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে লড়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার শেষ যুদ্ধ। সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড ও তখনকার বর্মা হয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজ প্রবেশ করেছিল মণিপুরে, ভারতের মাটিতে।

এখন সেই পথেই নেতাজি ও আজাদ হিন্দ ফৌজের স্মৃতি খুঁজে ফিরবেন সাইকেলে আফ্রিকা এবং সাহারা মরুভূমি অভিযানখ্যাত অভিযাত্রী অনিন্দ্য মুখোপাধ্যায়

গোস্বামী তুলসীদাসকে উদ্ধৃত করে 'ভবঘুরে শাস্ত্রে' রাহুল সাংকৃত্যায়ন লিখেছিলেন, আজ পৃথিবীতে এমন ভবঘুরের দরকার যিনি তাঁর ভ্রমণকে কেবল 'স্বান্তঃ সুখায়' স্তরে আবদ্ধ রাখবেন না। তাঁকে মনে রাখতে হবে, সব জিনিসকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখবেন, ঘরে বসে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষও যেন সে রকম দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করেন। আবার সেই শাস্ত্রেরই একেবারে শেষ পৃষ্ঠায় রাহুলজি লিখেছিলেন, ভবঘুরে শাস্ত্রের চেয়ে ভবঘুরেমির আদর্শ অনেক পুরোনো। ভবঘুরেমির ছাত্র হওয়ার পর থেকে আমার নিজেরও বারবার মনে হয়েছে আদর্শটাই বড়ো কথা, 'শাস্ত্র' বললেই কেমন যেন সিলেবাস এবং প্রশ্নপত্র গোছের শোনায়। মনে হয়, বেঁচে থাকার তাগিদে এক সমাজের সিলেবাস মেনে চলতে গিয়েই প্রাণ ওষ্ঠাগত, তায় ভবঘুরেমিকেও যদি ডু'জ অ্যান্ড ডোন্ট'জ-এ বেঁধে এক ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে হয়; তাহলে তো এন্ডগেম আসন্ন!

ভবঘুরে ঘর ছাড়ে নতুন কিছু জানার এক অদম্য কৌতূহলে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সে তার ঘর, স্বজন, স্বদেশকে ভুলে যেতে চায়। জাত ভবঘুরেরা এসকেপিস্ট নয়। তাঁদের চোখ-কান খোলা থাকে বাস্তবের রোজনামচায়, মগজে আনাগোনা করে কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস আর হৃদয় জুড়ে থাকে মানুষকে চেনার, তাকে আরও ভালবাসার আগ্রহ। তাদের মনে এক অসম্ভব তাগিদ কাজ করে আবিষ্কারের বিস্ময় কাটিয়ে সত্যকে জানার এবং সুযোগ পেলেই সেই অভিজ্ঞতা আরও পাঁচজনের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার। তাকে সেই দায়িত্ব কেউ দেয়নি, তবু এক ঝলক তাজা বাতাস একটা বন্ধ ঘরের মধ্যে আনার জন্য সে সর্বদাই উদগ্রীব। বাইরের দুনিয়ার হালহকিকত আপনজনের কাছে নিভৃতে বসে ভাগ করে নেওয়াই তার একমাত্র স্বঘোষিত ধর্ম। তবে এই লেখার প্রারম্ভেই ভবঘুরেমির চরিত্র এবং শ্রেণিবিন্যাসে আর না জড়িয়ে পড়ে আসুন, বরং ফিরে আসি সেই 'স্বান্তঃ সুখায়' তে।

১৯৪৩ সালের জুলাইয়ে সিঙ্গাপুরে এক সমাবেশে নেতাজি।
ছবি সৌজন্য -ন্যাশনাল আর্কাইভস, সিঙ্গাপুর

'স্বান্তঃ সুখায়', অর্থাৎ, আপন মনের সুখের খোঁজে নিজের মাঝে মজে থাকার ঝোঁকেই একসময় আমারও পথ চলা শুরু হয়েছিল। শুরু হয়েছিল পর্বতারোহণের হাত ধরে। প্রথম দিকে অবশ্য কেবল বেরিয়ে পড়ার রোমান্টিসিজমটাই ছিল, আর ছিল অ্যাডভেঞ্চারের খিদে। দুঃসাহসিক, চ্যালেঞ্জিং কিছু করার মধ্যে একটা অপরিসীম পরিতৃপ্তি আমি পেতাম। সেই পরিতৃপ্তিকে আজ মনে হয় 'স্বান্তঃ সুখায়'- এক ধরনের ছেলেমানুষি আত্মমগ্নতা। ঠিক যেন 'আমাকে আমার মতো থাকতে দাও' যুগের যোগ্য স্লোগান। তাই সেই উপলব্ধি আজ আমাকে নিজের কাছে করে তোলে অল্প হলেও হাস্যকর।

এরপর এগারোর পাতায়

TATA STEEL
PRAVESH DOORS OF INDIA
টাটা প্রবেশ ডিলার হওয়ার সুযোগ
সমস্ত রকম দরজা আর জানালার জন্য টাটা প্রবেশ পরিবেশ-এর উপযোগী হিসাবে নিজের এক অনন্য পরিচয় তৈরি করেছে।
প্রচুর প্রোডাক্টের বিকল্প সহ আমরা নিজেদের গ্রাহকদের দিয়ে থাকি মূল্য, স্থায়িত্ব আর সুরক্ষার ক্ষেত্রে সমস্ত সুবিধাযুক্ত এক অতুলনীয় সমাধান।

স্টিলের তৈরি দরজা কাঠের সৌন্দর্য সহ
জানালার সুবিশাল রেঞ্জ

দরজার সম্পূর্ণ সমাধান। ফ্রি ডেলিভারি এবং ইনস্টলেশন

ডিলারশিপের নিয়ম:

- বর্তমান ব্যবসা-দরজা বা জানালা (কাঠ, অ্যালুমিনিয়াম, ইউপিভিসি)
- প্লাইউড, গ্লাস, টাইলস, ল্যামিনেটস, পেইন্টস্ বা এর সঙ্গে জড়িত গৃহ নির্মাণ সামগ্রী
- বিনিয়োগ-প্রায় ৫ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
- শোরুমের জন্য আবশ্যিক জায়গা ১৫০-২৫০ বর্গ ফুট

ডিলারশিপ থেকে লাভ:

- ব্যয় মূল্যে যথাযথ লাভ
- প্রশিক্ষিত ইনস্টলেশন টিমের সুবিধা
- প্রফেশনাল সেলস্ টিমের সহায়তা

Call us on 1800 4199 200 or contact
AUTHORISED DISTRIBUTORS
• RG Steel Kolkata/S 24pgs/N 24pgs (part) 18003455510, 8334946211 • Nandan Saha Steel Pvt. Ltd. N 24pgs/Nadia/Murshidabad 9051612890, 9674733937, 18001238534 (Toll Free) • De Son Marketing Pvt. Ltd. Purba Midnapore/Paschim Midnapore 7063512444, 1800-123-9155 (Toll free) • Shri Ram Multicom Burdwan/Birbhum/Purulia/Bankura 9434075513, 8768438256 • Paul & Co Steel Merchants Pvt. Ltd. Howrah/Hooghly 9073394211, 1800-123-0452 (Toll free) • Siliguri Builders Pvt. Ltd. Jalpaiguri/Cooch Behar/Darjeeling/Sikkim 8001000487 • GL Kundu & Sons Steel Pvt. Ltd. Malda/Uttar Dinajpur/Dakshin Dinajpur 9233484555